বাংলাদেশ ব্যাংক

২০২২-২৩ অর্থবছরের মুদ্রানীতি ঘোষণা উপলক্ষে গভর্নর এর বক্তব্য

২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য গৃহীত মুদ্রানীতির লক্ষ্য, ভঙ্গি ও কৌশল এবং অর্থ ও ঋণ কর্মসূচী সম্বলিত 'মনিটারি পলিসি স্টেটমেন্ট (এমপিএস)' প্রকাশ উপলক্ষে আজকের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ এবং উপস্থিত সকল সহকর্মীবৃন্দ আপনাদেরকে জানাই উষ্ণ শুভেচ্ছা ও সুস্বাগতম।

০২. করোনা মহামারীর কারণে বিগত দুই বছর যাবৎ বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি আপনাদের সামনে সরাসরি উপস্থাপন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে প্রতিবারই তা বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে আপলোড করার পাশাপাশি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সকল ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। করোনা পরিস্থিতি অনেকটা উন্নত হওয়ায় মুদ্রানীতি ঘোষণার উদ্দেশ্যে এবছর আমি আপনাদের সামনে সরাসরি উপস্থিত হতে পেরে খুবই আনন্দিত।

০৩. প্রথাগতভাবে মুদ্রানীতি প্রণয়নের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অর্থনীতি বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের নীতি নির্ধারণের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠান যেমন - বাংলাদেশ ব্যাংক বোর্ডের বর্তমান সদস্য, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর, সাবেক অর্থ সচিব, অর্থ উপদেষ্টা, অর্থনীতির অধ্যাপক ও গবেষক, সাংবাদিক এবং আর্থিক ও ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দের মতামত ও পরামর্শ আহবান করা হয়ে থাকে। করোনা মহামারীর কারণে বিগত দুই বছর যাবৎ মুদ্রানীতির অংশীজনদের মতামত ও পরামর্শ ইমেইল মারফত সংগ্রহ করা হলেও এ বছর তা সরাসরি সভা আয়োজনের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং মুদ্রানীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে তা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। মুদ্রানীতি প্রকাশের এই দিনে আমি ঐ সকল মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গের প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

০৪. বর্তমানে ভয়াবহ বন্যায় কবলিত দেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনগণের প্রতি গভীর সহমর্মিতা প্রকাশ করার সাথে সাথে অর্থনীতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদ্মা সেতু নির্মানের সফলতায় গর্ব ও আনন্দ প্রকাশ করে আমি ২০২২-২৩ অর্থবছরের মুদ্রানীতির মূল বিষয়বস্তু আলোচনা শুরু করছি। আপনারা সবাই অবগত আছেন যে, কোভিড-১৯ এর অনাকাংখিত অভিঘাত ও ভূ-রাজনৈতিক সংকটের কারণে বর্তমান বিশ্ব এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। তবে কোভিড-১৯ এর কার্যকর টিকা প্রদান কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের ফলে করোনা সংক্রমনের তীব্রতা হ্রাস পাওয়ায় এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে বিভিন্ন দেশের সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক সম্প্রসারণমূলক রাজস্ব ও মুদ্রানীতি গ্রহণ করায় বিশ্ব অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ালেও ফেব্রুয়ারি ২০২২ হতে চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সেখানে এক অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। ফলে, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সর্বশেষ আউটলুক (এপ্রিল ২০২২) অনুযায়ী ২০২২ ও ২০২৩ সালে বিশ্ব উৎপাদন ৩.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যা ইতোপূর্বে (জানুয়ারী ২০২২) ঘোষণাকৃত প্রবৃদ্ধির চেয়ে অনেকটা কম।

০৫. করোনার প্রভাব কাটিয়ে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম শক্তিশালী হলেও সরবরাহ চেইনে সমস্যা থাকায় বিশ্ব চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা দেখা দিয়েছে। ফলে ২০২১ সালের শুরু থেকেই বিশ্ব বাজারে জ্বালানী তেলসহ সকল ধরণের পণ্য মূল্যে উর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং তা চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে আরো বেগবান হয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সর্বশেষ প্রক্ষেপণ (এপ্রিল ২০২২) অনুযায়ী ২০২২ সালে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মূল্যস্ফীতি যথাক্রমে ৫.৭ ও ৮.৭ শতাংশ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যা ইতোপূর্বে (জানুয়ারী ২০২২) যথাক্রমে ৩.৯ ও ৫.৯ শতাংশ হবে বলে ধারণা করা হয়েছিল। এমতাবস্থায়, মূল্যস্ফীতির চাপ প্রশমনের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরো অঞ্চল ও ভারতের মতো অনেক উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক নীতি সুদহার বাড়ানোর মাধ্যমে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির পথ অনুসরণ করছে।

০৬. করোনার প্রভাবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের অর্থনীতিও বিশাল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। তবে অন্যান্য দেশের তুলনায় এ দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি বেশ ভালো অবস্থানে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০২০ সালে বিশ্ব উৎপাদন ৩.১ শতাংশ হ্রাস পেলেও বাংলাদেশের জিডিপি (অর্থবছর হিসেবে) ৩.৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, বিবিএস এর প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০২১ ও ২০২২ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি আকর্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৬.৯৪ ও ৭.২৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। মূলত সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সম্প্রসারণমূলক রাজস্ব ও মুদ্রানীতির আওতায় নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে জিডিপি প্রবৃদ্ধি কাংখিত মাত্রায় অর্জিত হয়েছে। করোনার প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মার্চ ২০২০ হতে গৃহীত যেসব অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সহায়ক উদার নীতি ২০২২ অর্থবছরেও অনুসরণ করা হয়েছে তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো - স্বল্প মাত্রার রিজার্ভ অনুপাত ও নীতি সুদহার এবং উচ্চ মাত্রার ঋণ-আমানত অনুপাত নীতি অনুসরণ, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিকট রক্ষিত অতিরিক্ত সরকারি সিকিউরিটিজ ক্রয়ের উপর গুরুত্বারোপ অক্ষুন্ন রাখা, ৩৬০ দিন মেয়াদি রেপো সুবিধা চালু রাখা এবং করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতির অগ্রাধিকারমূলক খাতসমূহ যেমন- কৃষি, সিএমএসএমই, বৃহৎ শিল্প ও সেবা খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে নানাবিধ পুনঃঅর্থায়ন স্কীম চালু রাখা। এছাড়া, করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুনরুজ্জীবিতকরণ, শ্রমিক-কর্মচারীদের কাজে বহাল রাখা এবং উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে গৃহীত প্রণোদনা প্যাকেজসমূহও জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখে যাচ্ছে। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, মার্চ ২০২০ হতে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত সরকার কর্তৃক ২,০০৪,২৯ কোটি টাকার ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজ (ইডিএফ এর মাধ্যমে প্রদত্ত ২৯,৭৫০ কোটি টাকাসহ) গৃহীত হয়েছে যার মধ্যে ১,৬৮,৭৫০ কোটি টাকার ১০টি প্যাকেজ বাস্তবায়নের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক সরাসরি যুক্ত রয়েছে।

০৭. ২০২১-২২ অর্থবছরে মুদ্রানীতির আওতায় গৃহীত নানাবিধ পদক্ষেপের ফলে জিডিপি প্রবৃদ্ধি কাংখিত স্তরে পৌঁছলেও মূল্যস্ফীতিকে লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সীমিত রাখা চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথমার্ধে বিদ্যমান অতিরিক্ত তারল্য যাতে মূল্যস্ফীতি সৃষ্টিতে সহায়ক হতে না পারে সেজন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ইস্যু করে বাজার হতে অতিরিক্ত তারল্য উত্তোলন করেছে। বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে টাকার অতিরিক্ত অবমূল্যায়ন রোধকল্পে নিয়মিতভাবে বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রি করা হচ্ছে। ২৯ মে ২০২২ তারিখে নীতি সুদহার হিসেবে বিবেচিত রেপো সুদহার ২৫ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে ৪.৭৫ হতে ৫.০০ শতাংশ করা হয়েছে। তথাপি মে ২০২২ মাসে বাংলাদেশে গড় সাধারণ মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৫.৯৯ শতাংশ যা জুন ২০২২ এর জন্য নির্ধারিত ৫.৩০ শতাংশ সিলিং এর তুলনায় অনেক বেশি। মূলত বিশ্ব বাজারে পণ্য মূল্য বৃদ্ধির সূত্রে আমদানিজনিত মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি এবং করোনা পরিস্থিতি উন্নত হওয়ায় অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

০৮. এক্ষণে, ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য গৃহীত অর্থ ও ঋণ কর্মসূচীর বিপরীতে প্রকৃত অর্জনের একটি তূলনামূলক চিত্র সংক্ষেপে তুলে ধরা যাক। মে ২০২২ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জুন ২০২২ এর জন্য প্রাক্কলিত মুদ্রানীতির নমিনাল এংকর তথা ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের (এম২) প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৯.১ শতাংশ যা অর্থ ও ঋণ কর্মসূচীতে ধরা হয়েছিল ১৫.০ শতাংশ। মূলত আমদানি ব্যয়ের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং রেমিটেন্স অন্তঃপ্রবাহের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধির সূত্রে ব্যাংকিং খাতের নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক হওয়ায় ২০২১-২২ অর্থবছরে এম২ এর প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক কম হয়েছে। তবে করোনার বিরূপ প্রভাব কাটিয়ে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বেসরকারি খাতে প্রদত্ত ঋণের প্রবৃদ্ধি ভালো হয়েছে। ফলে ব্যাংকিং খাতের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি পৌঁছেছে। প্রাক্কলিত তথ্যানুযায়ী জুন ২০২২ শেষে সরকারি ও বেসরকারি খাতে প্রদত্ত ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২৭.৯ ও ১৩.১ শতাংশ যেখানে তা অর্থ ও ঋণ কর্মসূচীতে ধরা হয়েছিল যথাক্রমে ৩৬.৪ ও ১৪.৮ শতাংশ। উল্লেখ্য যে, বৈদেশিক উৎস হতে ঋণ প্রাপ্তি ভালো হওয়ায় ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেকটা কম হয়েছে। আরো উল্লেখ্য যে, করোনা পরিস্থিতি উন্নত হওয়ায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাওয়ার সূত্রে অর্থের আয় গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে এম২ এর প্রবৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে কম হওয়া সত্ত্বেও কাংখিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে অসুবিধা হয়নি। অন্যদিকে এম২ প্রবৃদ্ধি কম হওয়ায় তা মূল্যস্ফীতি কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে সহায়ক হয়েছে।

৯. সম্প্রসারণমূলক রাজস্ব ও মুদ্রানীতি অনুসরণ করার সূত্রে ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম দিকে ব্যাংকিং খাতে অস্বাভাবিক মাত্রায় অতিরিক্ত তারল্য বিদ্যমান থাকলেও বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি বেড়ে যাওয়ায় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক mop-up নীতি (বিবি বিল ইস্যু করার মাধ্যমে) অনুসরণ করার পাশাপাশি টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখার উদ্দেশ্যে বাজারে বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রির কারণে অতিরিক্ত তারল্যের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে এসেছে। ফলে গড় ভারীত আন্তঃব্যাংক কলমানি সুদহার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে মে ২০২২ শেষে দাঁড়িয়েছে ৪.৭৩ শতাংশ যেখানে তা জুন ২০২১ শেষে ছিল ২.২৫ শতাংশ। উল্লেখ্য যে, প্রচলিত ধারার কতিপয় ব্যাংকে নগদ অর্থের পরিমাণ কম থাকা সাপেক্ষে আন্তঃব্যাংক কলমানি হার বৃদ্ধি পেলেও ইসলামি শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত অনেক ব্যাংকের নিকট পর্যাপ্ত পরিমাণ নগদ অর্থ রয়েছে। এছাড়া, আন্তঃব্যাংক কলমানি সুদহার বৃদ্ধি পেলেও এখনও তা মোটামুটিভাবে সুদহার করিডর অর্থাৎ রেপো ও রিভার্স রেপো সুদহারের মধ্যে অবস্থান করছে এবং সুদহারের বিস্তারসহ মেয়াদি ঋণের সুদহার নিম্নমুখী রয়েছে।

১০. ২০২১-২২ অর্থবছরে রপ্তানি আয় এবং আমদানি ব্যয় উভয়ের প্রবৃদ্ধি অনেকটা বেশি হলেও রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে কম এবং অন্তঃমুখী রেমিটেন্সের প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক হওয়ায় চলতি হিসাবের ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে রপ্তানি আয়, আমদানি ব্যয় ও রেমিটেন্সের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৩৪.০৯, ৩৯.০১ ও (-) ১৬.০ শতাংশ যেখানে তা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ছিল যথাক্রমে ১৩.৬৪, ১৭.৩০ এবং ৩৯.৫০ শতাংশ। ফলে ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে চলতি হিসাবের ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৫.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যেখানে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে তা ছিল মাত্র ১.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আলোচ্য সময়ে চলতি হিসাবের ঘাটতি বেশি হলেও আর্থিক হিসাব উদ্বৃত্ত হওয়ায় সার্বিক লেনদেন ঘাটতি কমে ৩.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে যেখানে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে উদ্বৃত্ত ছিল ৭.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সার্বিক লেনদেনের ঘাটতির কারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উপর চাপ সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি টাকার বিনিময় হারের উপর অবচিতি চাপ সৃষ্টি হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ২৭ জুন ২০২২ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪১.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যেখানে তা জুন ২০২১ শেষে ছিল ৪৬.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। একইভাবে, ২৭ জুন ২০২২ শেষে টাকা-ডলার বিনিময় হার দাঁড়িয়েছে ৯২.৯৫ যেখানে জুন ২০২১ শেষে ছিল ৮৪.৮১।

১১. বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির সর্বশেষ পরিস্থিতি এবং সম্প্রতি সংঘটিত দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বন্যার অর্থনৈতিক প্রভাব পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য মুদ্রানীতির মূল চ্যালেঞ্জ হবে টাকার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক মান অর্থাৎ মূল্যস্ফীতি ও বিনিময় হারকে স্থিতিশীল রাখা। একইসাথে, কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে চলমান অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রমে সমর্থন অব্যাহত রাখাও আসন্ন মুদ্রানীতির জন্য অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়েছে। সে বিবেচনায় মূল্যস্ফীতি ও টাকার বিনিময় হারের ঊর্ধ্বমুখী চাপকে নিয়ন্ত্রণে রেখে কাংখিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করার নিমিত্তে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য সতর্কতামূলক মুদ্রানীতি ভঙ্গি অনুসরণ করা হয়েছে যা কিছুটা সংকোচনমুখী (cautious policy stance with a tightening bias)। সে আলোকে পুরো অর্থবছরের জন্য অর্থ ও ঋণ কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, জাতীয় বাজেট বক্তৃতার তথ্যানুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য সরকারের কাংখিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রাসমূহ হলো যথাক্রমে ৭.৫ ও ৫.৬ শতাংশ।

১২. দেশের আর্থিক খাতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে পুঁজিবাজারের সার্বিক স্থিতিশীলতা এবং দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক অতীতের ন্যায় ২০২২-২৩ অর্থবছরেও সচেষ্ট থাকবে। উল্লেখ্য যে, পুঁজিবাজারে তারল্য সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় আবর্তনশীল ভিত্তিতে পুনঃবিনিয়োগযোগ্য পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সহায়তা তহবিলের আকার ১৫৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি করে ১০০৯ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এই তহবিল হতে ২৮০ কোটি টাকা ছাড় করার পাশাপাশি পুঁজিবাজারে প্রতিটি ব্যাংকের বিনিয়োগের জন্য ২০০ কোটি

টাকার বিশেষ তহবিল গঠনের সুবিধার আওতায় রেপোর মাধ্যমে ২১৮ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে যা পুঁজিবাজারের তারল্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে।

১৩. ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য প্রণীত অর্থ ও ঋণ কর্মসূচীতে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের (এম২) প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১২.১ শতাংশ, যা সরকারের কাংখিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির সিলিং এর সমষ্টির তুলনায় কিছুটা কম। মূলত করোনা পরিস্থিতি উন্নত হওয়া সাপেক্ষে অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড জোরদার হওয়ায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে অর্থের আয় গতি বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করে এম২ এর প্রবৃদ্ধি কিছুটা কম ধরা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, করোনার বিরূপ প্রভাবের কারণে বাংলাদেশে অর্থের আয় গতি ২০২০ ও ২০২১ অর্থবছরে হ্রাস পেলেও ২০২২ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৪. ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য প্রক্ষেপিত এম২ প্রবৃদ্ধি ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধির (১৫.০ শতাংশ) তুলনায় কম হলেও তা জুন ২০২২ এর জন্য প্রাক্কলিত ৯.১ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় বেশি। এছাড়া, ২০২১-২২ অর্থবছরের ন্যায় ২০২২-২৩ অর্থবছরেও ব্যাংকিং খাতের নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি কিছুটা ঋণাত্মক হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় ১২.১ শতাংশ এম২ প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারি খাতে ১০৬৩ বিলিয়ন টাকা বা ৩৯.৪ শতাংশ এবং বেসরকারি খাতে ১৪.১ শতাংশ ঋণ বৃদ্ধি করাসহ মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ১৮.২ শতাংশ বৃদ্ধি হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিদ্যমান অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চাহিদা অব্যাহত থাকার সূত্রে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ও আমদানি ব্যয় ২০২২-২৩ অর্থবছরে ঊর্ধ্বমুখী থাকার সম্ভবনা থাকলেও উচ্চ ভিত্তির কারণে এগুলোর প্রবৃদ্ধি গত অর্থবছরের তুলনায় কম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে ২০২১-২২ অর্থবছরে জনশক্তি রপ্তানির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে রেমিটেন্সের অন্তঃপ্রবাহ তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তথাপি আমদানি ব্যয়ের ভিত্তি ইতোমধ্যে অনেকটা বড় হওয়ার সূত্রে সার্বিক লেনদেনের স্থিতি ঋণাত্মক হওয়ায় ব্যাংকিং খাতের নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

১৫. মুদ্রানীতির লক্ষ্য অর্জনে প্রণীত অর্থ ও ঋণ কর্মসূচীর সঠিক বাস্তবায়নের নিমিত্তে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য যেসব নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা এখন আপনাদের সামনে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলোঃ

(ক) চাহিদাজনিত মূল্যস্ফীতির চাপ প্রশমনের পাশাপাশি বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী খাতসমূহে ঋণ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে নীতিহার হিসেবে বিবেচিত রেপো সুদহার ৫০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে বিদ্যমান ৫.০০ শতাংশ হতে ৫.৫০ শতাংশে নির্ধারণ করা;

(খ) আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে আমদানি বিকল্প পণ্যের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য নতুন পুনঃঅর্থায়ন স্কীম চালু করা; এবং

(গ) বিলাস জাতীয় দ্রব্য, বিদেশী ফল, অপ্রয়োজনীয় পণ্য যেমন - অ-শস্য খাদ্যপণ্য, টিনজাত ও প্রক্রিয়াজাত পণ্যের আমদানি নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে এগুলোর এলসি মার্জিন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা।

১৬. পরিশেষে বরাবরের মতো এবারও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ ২০২২-২৩ অর্থবছরের মুদ্রানীতির উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ ইতিবাচকভাবে জনসম্মুখে তুলে ধরবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করে এখানেই শেষ করছি।

জয় বাংলা! বাংলাদেশ চিরজীবী হোক!!

৩০ জুন ২০২২

ফজলে কবির
গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক